৩০/১০/২০০৫

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ৩ ... কলাম ... ৭ ...

বিগত সরকারের গৃহীত শিক্ষানীতির ভবিষ্যত অনিশ্চিত

শরিফুজ্জামান পিন্টু

স্বাধীনতা লাভের ত্রিশ বছর পর সর্বপ্রথম একটি শিক্ষানীতি জাতীয়-সংসদে অনুমোদন লাভ করলেও তার ভবিষ্যত অনিশ্চিত। বিএনপি সরকার নতুন শিক্ষানীতি প্রণয়নের উদ্যোগ নেয়ায় ইতোপূর্বে হিমাগারে যাওয়া চারটি শিক্ষানীতির মতো পঞ্চমটিও বাস্তবায়নের আর কোন সম্ভাবনা থাকছে না। চার বছর ধরে ব্যাপক প্রস্তুতি, পর্যালোচনার মাধ্যমে আওয়ামী লীগ সরকারের প্রণীত এই পূর্ণাঙ্গ শিক্ষানীতিটি কেবল 'কাগুজে শিক্ষানীতি' হয়েই ধামাচাপা পড়ে থাকবে।

ব্রিটিশ আমলের সনাতনী ধারায় জোড়াতালি দিয়ে চলমান দেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে আধুনিক ও যুগোপযোগী করার জন্য বার বার উদ্যোগ নিয়েও একটি পূর্ণাঙ্গ শিক্ষানীতি জাতি পায়নি। রাজনৈতিক পটপরিবর্তন ও ছাত্র আন্দোলনের মুখে সব শিক্ষানীতিই বাস্তবায়নের আগেই চলে গেছে হিমাগারে। বিএনপি সরকারের শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী এহসানুল হক মিলন জনকণ্ঠকে বলেছেন, দেশের বিভিন্ন স্তরের বিশেষজ্ঞদের নিয়ে তাঁদের সুপারিশ আলোচনা-পর্যালোচনা করে একটি আধুনিক এডুকেশন পলিসি গ্রহণ করা হবে। আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে জাতীয় সংসদে পাস হওয়া শিক্ষানীতি সম্পর্কে প্রতিমন্ত্রী বলেন, নতুন শিক্ষানীতি প্রণয়নের সময় আগেরটিও পর্যালোচনা করা হবে এবং এর মধ্যে ভালও যেটুকু আছে তা গ্রহণ করা হবে। এহসানুল হক মিলন বলেন, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাম্প্রতিক এক সভায় জাতীয় শিক্ষানীতি সম্পর্কে প্রাথমিক আলোচনা হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের নিয়ে অচিরেই একটি কমিটি গঠন করা হবে বলে তিনি জানান।

আধুনিক এডুকেশন পলিসি গ্রহণ করা হবে

বিগত আওয়ামী লীগ সরকার চার বছর ধরে সকল আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করে একটি শিক্ষানীতি প্রণয়ন করে গেলেও রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর সেটির আর কার্যকারিতা থাকছে না। এটি ছাড়াও স্বাধীনতা উত্তর আরও চারটি শিক্ষানীতির পরিণতি হয়েছে একই রকম। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাসনামলে '৭২ সালের ২৬ জুলাই ড. কুদরত-ই-খোদা শিক্ষাকমিশন গঠিত হয়। '৭৪ সালের মে মাসে কমিশন রিপোর্ট দেয়। বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের পর রাজনৈতিক পটপরিবর্তন হলে এই রিপোর্ট বাতিল হয়ে যায়। সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের শাসনামলে '৭৭ সালে কাজী জাফর আহমেদ শিক্ষামন্ত্রী থাকাকালে আরেকটি শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়। পরবর্তীতে কাজী জাফরকে মন্ত্রিত্ব থেকে বহিষ্কার করায় এই কমিশনের রিপোর্টও আলোর মুখ দেখেনি। এরশাদ সরকারের শাসনামলে '৮৩ সালের মধ্য ফেব্রুয়ারি শিক্ষামন্ত্রী আব্দুল মজিদ খান একটি শিক্ষানীতি প্রণয়নের চেষ্টা করলে তীব্র ছাত্র আন্দোলনের মুখে তা বাতিল করা হয়। '৮৭ সালে এরশাদ সরকারের নির্দেশে গঠিত অধ্যাপক মফিজ কমিশন '৮৮ সালে রিপোর্ট দিলে তা বাস্তবায়নের আগেই ক্ষমতার পটপরিবর্তন হয়। '৯১ থেকে '৯৬ পর্যন্ত বেগম খালেদা জিয়ার আমলে কোন শিক্ষানীতি প্রণয়নের উদ্যোগ নেয়া হয়নি। নির্বাচনী অঙ্গীকার অনুযায়ী শেখ হাসিনা সরকার '৯৭ সালের ১৪ জানুয়ারী অধ্যাপক শামসুল হককে চেয়ারম্যান করে ৫৬ সদস্যের শিক্ষা কমিশন গঠন করেন। '৯৮ সালে প্রধানমন্ত্রীর কাছে কমিশন রিপোর্ট দেবার পর মন্ত্রিসভায় ও জাতীয় সংসদে এটি অনুমোদন লাভ করে। ১২ বছর মেয়াদী পরিকল্পনায় এই শিক্ষানীতি বাস্তবায়নে ব্যয় নির্ধারণ হয়েছিল ৩০ হাজার কোটি টাকা। অবশ্য এই শিক্ষানীতিটির আনুষ্ঠানিক বাস্তবায়ন শুরুর আগে প্রশাসনিক আদেশে কিছু বিষয় ইতোমধ্যে চালু করা হয়েছে। চার বছরের অনার্স কোর্স, গ্রেডিং সিস্টেমে পাবলিক পরীক্ষার ফল মূল্যায়ন প্রভৃতি বিষয় এই শিক্ষানীতিরই সিদ্ধান্ত।